পুনর্জন্ম।

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
"গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,"
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।



প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ
"এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্"
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, কলিকাতা।

পুনর্জ্জন্ম

(প্রহসন)



৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়



[তৃতীয় সংস্করণ]



১৩২৪



মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র

ভূমিকা



ডীন সুইফ্‌ট্ সত্য সত্যই একজন জীবিত জ্যোতিষী পঞ্জিকা-কারকে মৃত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে নিরুপায় হইয়া পঞ্জিকাকার শেষে আপনাকে জীবিত প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে একজন উকীল নিযুক্ত করেন। কথিত আছে যে তথাপি ঐ পঞ্জিকাকার স্বীয় অস্তিত্ব সন্তোষকররূপে প্রমাণ করিতে পারেন নাই। সেই আখ্যানকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রহসনখানি রচিত হইয়াছে।

এই প্রহসনের মর্ম্ম কি পাঠক যদি জানিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটু চিন্তা করিয়া দেখেন। ইহাতে নীতি কথার অভাব নাই।

——:০:——

পুনর্জ্জন্ম।



স্থান—যাদব চক্রবর্ত্তীর বহিঃকক্ষ। কাল রাত্রি।

ফরাস, টেবিল ও চেয়ার ঘরটিতে ছড়ানো। পার্শ্বে একখানি খাটিয়া। দেওয়াল ঘড়িতে সাতটা বাজিয়া সতেরো মিনিট।

যাদবের বিপত্নীক ভগ্নীপতি অশ্বিনী এবং যাদবের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সৌদামিনী দণ্ডায়মান।

অশ্বিনী। আজ সেই দোস্‌রা বৈশাখ। আমি সব বুঝিয়ে পড়িয়ে রেখেছি।

সৌদামিনী। কিন্তু—আমি এখন ভাব্‌ছি, যে এতে ফল কি হবে?

অশ্বিনী। ফল! বেশী কিছু নয়, ওর প্রাণরক্ষা হবে। খাতকেরা তোমার স্বামীকে একদিন উত্তম মধ্যম দেবে ব'লেছে জানো?

সৌদামিনী। তা ওঁর অপরাধ কি? সুদে টাকা ধার দিয়েছেন—সুদ নেবেন না? যখন মহাজনি কর্ত্তে বসেছেন—

অশ্বিনী। অভাগাদের ভিটে মাটি উচ্ছন্ন ক'রে! এর নাম মহাজনি! না রাহাজানি! সকালে উঠে কেউ ওর নাম করে না—পাছে ভাতের হাঁড়ি ফেটে যায়; ওর মুখ দেখেনা—অযাত্রা! অনেকে সকালে বিকালে ওর মৃত্যু কামনা করে। এ কি বড় সুখের অবস্থা!

সৌদামিনী। তবে আহার ঔষধ তুই হবে!—কিন্তু বিঁধ্‌লে হয়!

অশ্বিনী। তা ঠিক বিঁধ্‌বে! শালার জ্যোতিষ শাস্ত্রে ভারি বিশ্বাস। গণৎকার যখন ব'লেছে যে ও দোস্‌রা বৈশাখ দুপরে নিজের বাড়ীতে সাপে কাম্‌ড়ে মর্ব্বে, ও বিশ্বাস করে' বসে' রয়েছে।

সৌদামিনী। তিনি এখন কোথায়?

অশ্বিনী। মল্লিক পুকুরে গিয়ে একগলা জলে চুপ করে' বসে' আছে। পুকুরে থাক্‌লে আর নিজের বাড়ীতে কেমন করে' সাপে কাম্‌ড়াবে?

সৌদামিনী। [সহাস্যে] আশ্চর্য্য!

অশ্বিনী। আজ বেশ একটু মজা হবে।

সৌদামিনী। ওঃ! কি মজাই হবে!—কৈ এখনও আস্‌ছেন না যে!

অশ্বিনী। এলো বলে'।—তোমায় যা যা কর্ত্তে বলে' দিয়েছি, মনে আছে ত?

সৌদামিনী। খুব আছে!—

অশ্বিনী। আচ্ছা, এখন বাড়ীর ভিতরে যাও।

সৌদামিনী। ওঃ ভারি মজা হবে। আর তর সৈছে না—

গীত—

বঁধু হে—আর কোরোনা রাত।
শুকিয়ে যাচ্ছে তোমার বাড়া ভাত।
তুমি খেলে আমি খাবো, এ কথা না মূলে ভাবো,
কখন্ আমি শুতে যাবো (তাই) ভাব্‌ছি দিয়ে মাথায় হাত।
ছেলেরা সব নাইক বাড়ী, মেয়ে আছে জেগে,—
দাসী কর্চ্ছে বকাবকি—আমি যাচ্ছি রেগে;—
ঘরের মধ্যে বিষম মশা, অসাধ্য এখানে বসা,
বিরহিণীর দশদশা জানোইত প্রাণনাথ।

অশ্বিনী। যাদব পূর্ব্বজন্মে অনেক তপস্যা ক'রেছিল, তাই এমন স্ত্রী পেয়েছে! শালার টাকার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু স্ত্রীকে পর্য্যন্ত পেট ভ'রে খেতে দেবেনা! তবু সৌদামিনীর মুখে হাসিটি লেগেই আছে। আর একটা মজা পেলে হয়। হাস্‌তে হাস্‌তে ঢলে' পড়ে।—শালা কঞ্জুষের সর্দ্দার! অধম! বুড়োবয়সে বিয়ে ক'রেছে—এক সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রীকে—একটা নিরেট মূর্খ, নৈলে কোষ্ঠী বিশ্বাস করে!

নন্দ, জ্যোতিষ, জলধর ও জীবনকৃষ্ণের প্রবেশ।

অশ্বিনী। এই যে তোমরা এসেছ! ঠিক সময়ে এসেছো।—যাদব এক্ষণেই আস্‌বে।

জ্যোতিষ। এদিকে সব তৈরি?

অশ্বিনী। সব তৈরি। কেবল ছেলে দুটোকে বলা হয়নি। তিন দিন তা'রা বাড়ীমুখো হয় নি। পয়সা খরচ হবে বলে শালা তাদেরও শিক্ষা দেবে না! তা তা'রা বিগ্‌ড়ে যাবে না? দুটো কুষ্মাণ্ড হয়ে' দাঁড়িয়েছে।

জ্যোতিষ। [সন্দিগ্ধভাবে] তবেই ত!

অশ্বিনী। কিন্তু তা'রা সহজেই টোপ্ গিল্‌বে এখন। বাপ কবে মর্ব্বে বলে' 'হা প্রত্যাশ' করে' বসে' আছে—কৃপণের ছেলে যা হয়। বাপ ম'রেছে শুনে ছেলে দুটো কি করে তাও দেখুক শালা।—ঐ যে আস্‌ছে! জলধর, শোও, শোও।

জলধর শুইলেন।

অশ্বিনী। তোমরা সব ঘিরে বোস।

সকলে ঘিরিয়া বসিলেন। অশ্বিনী জলধরের উপর চাদর বিছাইলেন।

অশ্বিনী। খুব দুঃখিতভাবে বোস।—জলধর! নোড়ো না।

সকলে খুব দুঃখিত ভাবে বসিলেন।

অশ্বিনী। প্রস্তুত ?

সকলে। প্রস্তুত।

অশ্বিনী। তবে আমি আসি। ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হ'ব। —খুব দুঃখ প্রকাশ কর। [প্রস্থান:]

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। খুব ফাঁকি দিয়েছি। তা'হলে দেখা যাচ্ছে কোষ্ঠীও মিথ্যে হয়। আমি ভেবেছিলাম ঠিক দিবা দ্বিপ্রহরে অক্কা পাবো তা [ঘড়ি দেখিয়া] দুপুর যখন বেজে গেছে, তখন আর ভয় নেই।

জ্যোতিষ। আহা হা হা! বেচারী মোলো!

নন্দ। দুপুর বেলা—

জীবন। সাপে কাম্‌ড়ে!

যাদব। কে মোলো ?

জ্যোতিষ। অদৃষ্ট—

নন্দ। কেউ খণ্ডাতে পারে না।

জীবন। তবুও লোকে জ্যোতিষ শাস্ত্র মানেনা!

যাদব। মোলো কে ?

নন্দ। কৈ! ছেলেরা কেউ এখনও এলোনা ত!

জ্যোতিষ। কতক্ষণ ধরে' বসে' আছি।

জীবন। আর কতক্ষণ অপেক্ষা কর্ব্ব? চল, শ্মশান-ঘাটে নিয়ে যাই।

যাদব। আরে কাকে শ্মশান-ঘাটে নিয়ে যাবে ?

জ্যোতিষ। আহা! যাদব চক্রবর্ত্তী—

নন্দ। শেষে কি না—

জীবন। মোলো।

যাদব। এঁ্যা। যাদব চক্রবর্ত্তী মোলো! কোন্ যাদব চক্রবর্ত্তী?

জ্যোতিষ। এমন ঘ—র বাড়ী—

নন্দ। দ্বিতীয় পক্ষের পরমাসুন্দরী স্ত্রী—

জীবন। আহা হা হা!

যাদব। কে ম'রেছে?

জ্যোতিষ। আজ্ঞে, যাদব চক্রবর্ত্তী!

যাদব। যাদব চক্রবর্ত্তী মর্ত্তে যাবে কেন, মহাশয়?

নন্দ। কেন যাবে তা কি করে' বল্‌বো, মহাশয়!—তবে ম'রেছে।

যাদব। সে কি!

সকলে। আহা হা হা!

যাদব। আপনারা কি বল্‌ছেন? এইত আমি বেঁচে র'য়েছি।

জ্যোতিষ। আপনি কে মহাশয়?

যাদব। আমিই ত যাদব চক্রবর্ত্তী।

নন্দ। বটে!

যাদব। বটে কি রকম?

জীবন। সোনার চাঁদ আমার!

যাদব। মহাশয়, আপনারা কি ক্ষেপেছেন? আপনারা দেখ্‌তে পাচ্ছেন না যে আমিই যাদব—

জ্যোতিষ। যান, মশায়। এ শোকের সময় ভাঁড়ামি কর্ব্বেন না।

নন্দ। গাঁজাখোর নাকি!

জীবন। যাও এখান থেকে।

যাদব। কি জ্বালা! আপনারা কি ক্ষেপেছেন? আমিই যে যাদব চক্রবর্ত্তী। চেয়েই দেখুন না—

জ্যোতিষ। বটে!—আচ্ছা দেখি। [নিরীক্ষণ]

নন্দ তাঁহার মস্তক ঘুরাইয়া তাঁহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন।

জীবন তাঁহার চারিদিক ঘুরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেন।

নন্দ। ওহে! অনেকটা তার মত দেখ্‌তে বটে!

জীবন। সেজেছে ত বেশ!

জ্যোতিষ। বাঃ!

যাদব। সেজেছি কি রকম?

জ্যোতিষ। হুঁ চমৎকার! তবে ঐ নাকটা হয় নি।

যাদব। নাকটা হয়নি কি রকম? [নাকে হাত দিয়া দেখিলেন]

নন্দ। রংটা—তা একরকম করে' তুলেছে!

যাদব। ক'রে তুলেছি?

জীবন। টিকিও রেখেছে!—বাহাদুরী আছে।

জ্যোতিষ। কিন্তু ঐ নাকটা।

নন্দ ও জীবন। [সঙ্গে সঙ্গে] ঐ নাকটা।

যাদব। নাকটা কি হয়েছে?

জ্যোতিষ। না,—হয় নি!

নন্দ। উঁহুঃ।

জীবন। থাতক ঠকাতে পার্ব্বেনা।

যাদব। কি! আপনারা কি বল্‌তে চান যে আমি যাদব চক্রবর্ত্তী নই?

জ্যোতিষ। বেশ বাবা! বাক্য গুলো বেশ তৈরি ক'রেছো ত!

নন্দ। চমৎকার!*

জীবন। মন্দ নয়!

জ্যোতিষ। আহা, নূতন দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী!

নন্দ। শিক্ষিতা—

জীবন। যুবতী।

যাদব। যুবতীই হোক, বুড়ীই হোক তোমাদের তাতে কি? সে আমার স্ত্রী।

জ্যোতিষ। বেশ বাবা! শুধু খাতক ঠকাবার মতলব নয়—

নন্দ। আবার—

জীবন। হুঁ!

যাদব। আপনারা—কে আপনারা?

খাতকদিগের প্রবেশ।

১ম খাতক। মহাশয়, যাদব চক্রবর্ত্তী নাকি মারা গিয়েছেন?

জ্যোতিষ। আজ্ঞে হাঁ। আমরা তাঁকে এই শ্মশান-ঘাটে নিয়ে যাচ্ছি।

যাদব। আজ্ঞে না—যাদব চক্রবর্ত্তী আপাততঃ আপনাদের সম্মুখে সশরীরে বর্ত্তমান।

২য় খাতক। ও! এই সেই লোকটা—না?

নন্দ। কোন্ লোকটা?

৩য় খাতক। যে যাদব চক্রবর্ত্তী সেজেছে!

যাদব। সেজেছে?

জীবন। আজ্ঞে হাঁ, সেই লোকটা।

৪র্থ খাতক। ভণ্ড!

যাদব। ভণ্ড!—আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও বল্‌ছি।

১ম খাতক। তুমি বেরোও।

যাদব। এ আমার বাড়ী।

২য় খাতক। ও! আমাদের ফাঁকি দিতে এসেছো। তা হচ্ছেনা।

৪র্থ খাতক। একটি পয়সা দিচ্ছিনে।

যাদব। নালিশ কর্লে এক পয়সার অনেক বেশী দিতে হবে।

৩য় খাতক। নালিশ কর্ব্বে! স্পর্দ্ধা দেখ!

১ম খাতক। তোমায় আমরা পুলিশে দেবো।

৩য় খাতক। ডাকো পুলিশ।

৪র্থ খাতক। তোমার বুজরুকি বের কর্চ্ছি!

২য় খাতক। যাও ত হে, পুলিশ ডাক ত।

[১ম খাতকের প্রস্থান]

জ্যোতিষ। চল, নন্দ! আমরা যাই। আর কতক্ষণ বসে' থাক্‌বো।

জীবন। ওঠাও।

নন্দ। হাঃ। তোলো—

তাঁহারা জলধরকে খাটিয়া শুদ্ধ উঠাইলেন।

সকলে। বল হরি—হরিবোল!

[প্রস্থান]

যাদব। তাইত! এরা কাকে শ্মশান-ঘাটে নিয়ে গেল! যাদব চক্রবর্ত্তীকে? তবে আমি কে?

২য় খাতক। ধাপ্পাবাজ!

যাদব। গালাগালি দিওনা বল্‌ছি—

৩য় খাতক। সং!

যাদব। ফের!

৪র্থ খাতক। মারো বেটাকে!

যাদব। মহাশয়—

সকলে। চোপ্‌রও।

ক্রমে সকলে মিলিয়া তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিল।

যাদব। এই পাহারাওয়ালা! পাহারাওয়ালা!

একদিক দিয়া যাদবের কন্যা ও অপরদিক দিয়া অশ্বিনীর প্রবেশ।

অশ্বিনী। কিহে! কিহে! এত গোলমাল কিসের?

যাদব। এই এসেছো, অশ্বিনী—দেখত ভাই—

সকলে। চোপ্‌রও।

অশ্বিনী। ব্যাপার খানাটা কি?

যাদব। এই এঁরা—দেখত—

সকলে। চোপ্‌রও!

অশ্বিনী। ব্যাপার খানাটা কি?

২য় খাতক। আজ্ঞে! যাদব চক্রবর্ত্তী মারা গিয়েছেন—

৩য় খাতক। তাই শুনে আমরাও এসেছি।

৪র্থ খাতক। কিন্তু এ বেটা যাদব চক্রবর্ত্তী সেজে এসেছে।

যাদব। আমি কিন্তু—

সকলে। চোপ্‌রও।

অশ্বিনী। আঃ—গোলমাল করেন কেন, মহাশয়! আমি ঠিক করে' দিচ্ছি!—যাদব চক্রবর্ত্তী মহাশয় মারা গিয়েছেন?

২য় খাতক। আজ্ঞে হাঁ।

অশ্বিনী। কৈ আমি ত শুনিনি! হ'তেই পারে না।

যাদব। দেখত! আমি এই জলজ্যান্ত—

সকলে। চোপ্‌রও।

অশ্বিনী। আঃ কি কর!—যাদব বাবু ঠিক মারা গিয়েছেন?

৩য় খাতক। আজ্ঞে হাঁ। এই আপনার আসবার একটু আগে তাঁর মৃত-দেহ শ্মশানে নিয়ে গেল।

অশ্বিনী। কখন্?

৪র্থ খাতক। এই দুপুর বেলা।

অশ্বিনী। কিসে মারা গেলেন?

২য় খাতক। সাপে কাম্‌ড়ে।

অশ্বিনী। দুপর বেলা সাপে কাম্‌ড়ালে! হ'তেই পারে না।

যাদব। দেখত ভাই! এরকম অত্যাচার দেখেছো? আমি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই—

সকলে। চোপ্‌রও।

অশ্বিনী। দুপর বেলা সাপে কাম্‌ড়ে ম'লেন কি রকম?

২য় খাতক। তাঁর কোন হাত ছিল না। কোষ্ঠীতে তাই লেখা ছিল। কি কর্ব্বেন!

অশ্বিনী। আচ্ছা, কোষ্ঠী বের কর।—নিয়ে এসো ত, মা! তোমার মায়ের কাছে থেকে তোমার বাবার কোষ্ঠীটা।

বালিকা চলিয়া গেল।

অশ্বিনী। কোষ্ঠীতে আছে?—ঠিক?

৪র্থ খাতক। অবিকল।

৩য় খাতক। আমরা কি মিছে কথা কচ্ছি?

যাদব। আমি কিন্তু বেঁচে আছি।

অশ্বিনী। আচ্ছা, কোষ্ঠী দেখ্‌লেই বোঝা যাবে।

যাদব। এ—বিষম ফ্যাসাদে ফেল্লে দেখ্‌ছি—তুমিও কি আমাকে চিন্তে পাচ্ছ না?

অশ্বিনী। ব্যস্ত হন কেন, মশায়—এই যে!

বালিকা কোষ্ঠি লইয়া অশ্বিনীকে দিল।

অশ্বিনী। কৈ!

৪র্থ খাতক। দেখি—এই দেখুন—২রা বৈশাখ! তার পরে এই কোষ্ঠীর পাশে গণৎকারের টীকা ঐ দিন দিবা দ্বিপ্রহরে কেতুর দশা ছাড়বার আগেই নিজের বাড়ীতে সর্পাঘাতে মৃত্যু—দেখ্‌ছেন না?

অশ্বিনী। তাই ত।—যাও, মা, তুমি ভিতরে যাও [বালিকা চলিয়া গেল]

অশ্বিনী। [চিন্তিত ভাবে পড়িতে পড়িতে ও গোঁপে তা দিতে দিতে] হুঁ! ঠিক লেখা আছে বটে।

যাদব। কিন্তু তুমি ভাই আমাকে ত চেনো।

অশ্বিনী। [ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া] উঁহুঃ—case খারাপ।

জ্যোতিষের পুনঃ প্রবেশ।

জ্যোতিষ। তার উপর এই দেখুন ডাক্তারের সার্টিফিকেট।

অশ্বিনী। কি সার্টিফিকেট ?

জ্যোতিষ। যে যাদব চক্রবর্ত্তী ম'রেছে—এই লিখ্‌ছে দেখুন—I certify that Jadab Chundra Chackerburty is defunct. He is as dead as a doornail.

যাদব। ও বাবা !

অশ্বিনী। তাইত !—মহাশয়—আপনার case ক্রমে খারাপ থেকে খারাপ'তর'এ দাঁড়াচ্ছে। বুঝি টেঁকেনা।

যাদব। কেন ?

অশ্বিনী। এদিকে কোষ্ঠী, ওদিকে ডাক্তারের সার্টিফিকেট।

৩য় খাতক। তার উপর আমরা সকলে স্বচক্ষে দেখেছি—যে যাদব চক্রবর্ত্তীকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে।

অশ্বিনী। সকলে দেখেছ ?

খাতকগণ। সকলে !

অশ্বিনী। উঁহুঃ—case কোন মতেই টেঁকেনা।—এতেও যদি কেউ বাঁচে তা' হ'লে—

যাদব। [সাগ্রহে] তা' হ'লে? তা' হ'লে ?

অশ্বিনী। তা' হলে সে বাঁচা মঞ্জুর নয়।

যাদব। অশ্বিনী ! শেষে তুমিও—তুমিও আমায় চিন্তে পাচ্ছ না ?

অশ্বিনী। দেখুন, আমি স্বীকার কর্ত্তে প্রস্তুত যে, আপনি দেখ্‌তে কতক যাদব চক্রবর্ত্তীর মত।

যাদব। কতক !—মত !—মাথা ঘুলিয়ে দিলে !—

অশ্বিনী। তার চেয়ে বেশী বলা অসম্ভব। পৃথিবীতে দেখা যায় যে দুজন মানুষ কখন কখন অবিকল একরকম দেখ্‌তে হয়। যেমন যমজ সন্তান। যাদবের পিতার যে যমজ সন্তান ছিল না তার কোনই প্রমাণ নাই। তাঁর পিতাকে (তিনি এখন স্বর্গে) সে কথা কখন জিজ্ঞাসা করা হয়নি। আর এখন জিজ্ঞাসা করাও অসম্ভব—যেহেতু তিনি এখন স্বর্গে।

যাদব। কিন্তু আমি যে বল্‌ছি।

অশ্বিনী। আপনার কথা ধর্ত্তব্যই নয়। আপনি কে এই ত সমস্যা! যদি আপনাকে যাদব চক্রবর্ত্তী বলে' ধরে'ই নিলাম তা' হলে আপনি আর প্রমাণ কর্ব্বেন কি?—এতে কিছু প্রমাণ হচ্ছে না।

যাদব। তবে কিসে প্রমাণ হবে?

অশ্বিনী। আপনার কোন সাক্ষী আছে?

যাদব। না, কৈ—

অশ্বিনী। এঁরা সকলে একবাক্যে বল্‌ছেন যে আপনি যাদব চক্রবর্ত্তী নন। কেমন? আপনারা বল্‌ছেন কিনা?

খাতক। হাঁ, আমরা সকলেই বল্‌ছি।

যাদব। আপনারা কি গম্ভীর ভাবে এই কথা বল্‌ছেন?

সকলে। গম্ভীর! চেয়ে দেখ [অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে] তুমি যাদব চক্রবর্ত্তী নও।

যাদব। তাইত! তবে সত্যই কি আমি যাদব চক্রবর্ত্তী নই?

২য় খাতক। কোন পুরুষে নও।

৩য় খাতক। যাদবের ঐ চেহারা!

৪র্থ খাতক। জাল যাদব সেজে এসেছো, চাঁদ—খাতক ঠকাতে?

৫ম খাতক। দেনার একটি পয়সা দিচ্ছিনে।

যাদব। আমি নালিশ কর্ব্ব।

অশ্বিনী। আদালতে তোমার নালিশ নেবে কেন! এঁরা ধার ক'রেছিলেন যাদব চক্রবর্ত্তীর কাছে। আপনি ত যাদব চক্রবর্ত্তী নন।

যাদব। প্রমাণ কর্ব্ব।

অশ্বিনী। প্রমাণ করা শক্ত হবে। আপনারা সকলেই সাক্ষ্য দেবেন বোধ হয় যে ইনি যাদব চক্রবর্ত্তী নন।

খাতকগণ একসঙ্গে "নিশ্চয়" বলিয়া উঠিলেন।

অশ্বিনী। প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পার্লে ত।

যাদব হতাশাব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী করিলেন।

অশ্বিনী। মহাশয়! আমি উকিল। আপনাকে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিচ্ছি, অমন কাজ কর্ব্বেন না! শেষে জেলে যাবেন!

যাদব। জেলে!

অশ্বিনী। মানুষ জাল! চারটি বৎসর!

যাদব। ও বাবা!

অশ্বিনী। আপনাকে বন্ধুভাবে উপদেশ দিচ্ছি—যদিও আমি আপনাকে চিনিনা—ও বিপদের মধ্যে যাবেন না। আর—শুনুন—আপনি যে যাদব চক্রবর্ত্তী তা কথনই খুব সন্তোষকরভাবে প্রমাণ কর্ত্তে পার্ব্বেন না।

যাদব। কেন?

অশ্বিনী। এই কোষ্ঠী আপনার সর্ব্বনাশ ক'রেছে। কোষ্ঠী কথন মিথ্যা হয়?—আপনিই বলুন।

যাদব। তা হয় না বটে।

অশ্বিনী। তার উপর ডাক্তারের সার্টিফিকেট—যা'রা মরা মানুষ বাঁচাতে পারেনা বটে, কিন্তু জলজ্যান্ত মানুষ অনায়াসে মেরে ফেল্‌তে পারে। আমি বল্‌ছি, আপনি যে যাদব চক্রবর্ত্তী—সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ; যদিও হন, প্রমাণ কর্ত্তে পার্ব্বেন না।

যাদব। তোমারও সন্দেহ!

অশ্বিনী। আপনিই ভেবে দেখুন না! আপনার নিজেরই কি সন্দেহ হচ্ছে না? এদিকে কোষ্ঠী ওদিকে ডাক্তারের সার্টিফিকেট!

যাদব। ডাক্তার সত্য ব'লেছে যে আমি ম'রেছি?

অশ্বিনী। এই দেখুন না। [সার্টিফিকেট দিলেন]

যাদব। [পড়িয়া মস্তককণ্ডূয়ন করিয়া] তাইত!

অশ্বিনী। আপনার নিজেরই সন্দেহ হচ্ছে না? তার উপর যাদব চক্রবর্ত্তীকে আপনার সম্মুখে শ্মশানে নিয়ে গেল।

যাদব। তা ত গেল। [পুনরায় মস্তককণ্ডূয়নসহকারে] আমার মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে নন্দের পুনঃপ্রবেশ।

যাদব চক্রবর্ত্তী মোলো, দেশের লোকের প্রাণ জুড়োলো। সুদ সে আদায় ক'র্ত্ত শুষে, জোঁকের মত রক্ত চুষে। ওহে যাদব যে সব টাকা, (তোমার) অনেক কষ্টে জমিয়ে রাখা; এখন সে সব দেখ্‌ছো ভেবে, বারভূতে উড়িয়ে দেবে। তুমি এখন যাত্রা কর, (এবং গিয়ে) নরকেতে পচে' মর।

অশ্বিনী। একি! খবরের কাগজেও লিখেছে নাকি?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ।

অশ্বিনী। বলেন কি!—ছাপার অক্ষরে?

নন্দ। দেখুন না—

অশ্বিনী। [খবরের কাগজ দেখিয়া] মহাশয় আপনার case hopeless!

সঙ্গে সঙ্গে যাদব বসিয়া পড়িলেন।

অশ্বিনী। [খাতকদিগকে] মহাশয়গণ! আপনারা এখন বাড়ী যান। আমি এখন যাদবের estateএর administration নেবার যোগাড় করি গে যাই।

যাদব। [উঠিয়া] Letter of administration! কে নেবে?

অশ্বিনী। যাদব বাবুর বিধবা পত্নী। এখন আমারই এ বিষয় পত্তর দেখ্‌তে হবে। আর কি কর্ব্ব!—আপনাদের দেনার সুদ দিতে হবে না।

যাদব। সে কি?

খাতকগণ। জয় হোক। অশ্বিনী বাবুকি জয়! [প্রস্থান]

যাদব। সুদ দিতে হবে না কি রকম?

অশ্বিনী। দরকার কিঁ? যাদব বাবু অনেক টাকা রেখে গিয়েছেন।

যাদব। গিয়েছেন! [সানুনয়ে] অশ্বিনী! ভাই, আমি কিন্তু মরিনি—দোহাই!

অশ্বিনী। কি কর্ব্ব মহাশয়! আইনে আপনি টিকৃছেন না!

[প্রস্থান]

প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ।

১ প্রতিবেশিনী। বেশ হ'য়েছে।

২ প্রতিবেশিনী। আপদ গিয়েছে।

৩ প্রতিবেশিনী। অনেক টাকা জমিয়ে রেখে গিয়েছে না? নিজে না খেয়ে—

৪ প্রতিবেশিনী। এখন দশ জনে লুটে পুটে খাবে।

৫ প্রতিবেশিনী। কেপ্পনের সম্পত্তি ঐ রকমেই যায়।

যাদব। না, যত শুন্‌ছি ততই যে সন্দেহ হচ্ছে বেঁচে আছে কি না! —প্রতিবেশিনীগণ!—

১ প্রতিবেশিনী। এ কে!

যাদব। আমি—

২ প্রতিবেশিনী। সং।

যাদব। যাদব—

৩ প্রতিবেশিনী। আ মর্!

যাদব। চক্রবর্ত্তী।

৪ প্রতিবেশিনী। ম'রেছে!

যাদব। না এখনও মরিনি।

৫ প্রতিবেশিনী। বেরো মিন্সে।

যাদব। আমি বেরোবো!—এ আমার বাড়ী, তোমরা বেরোও!

১ প্রতিবেশিনী। এ আবার কে রে—!

২ প্রতিবেশিনী। কেন, বেরিয়ে যাব কেন?

৩ প্রতিবেশিনী। কিসের জন্য?

৪ প্রতিবেশিনী। হাঁ বল ত!

৫ প্রতিবেশিনী। মর্ মিন্সে!

যাদব। তাইত!

১ প্রতিবেশিনী। উননমুখো ম'রে গিয়েছে বেশ হ'য়েছে [বসিল]

২ প্রতিবেশিনী। দেশশুদ্ধ লোকগুলো বাঁচ্লো [বসিল]

৩ প্রতিবেশিনী। ছেলে ছুটো খেয়ে বাঁচ্বে [বসিল]

৪ প্রতিবেশিনী। মেয়েটা কিন্তু খেতে পাবে না [বসিল]

৫ প্রতিবেশিনী। ওর নরকেও গতি হবে না [বসিল]

যাদব। আবার বসে যে!—যাদব চক্রবর্ত্তী জাগো! তোমার অস্তিত্ব লোপ পেতে ব'সেছে। এই বেলায় উদ্ধার কর, নৈলে গেলে!—তোমরা বেরোও এখান থেকে; বেরোও, বেরোও! বেরোবেনা?—রোস তবে [বাহিরে গিয়া যষ্টি আনিয়া, যষ্টি দেখাইয়া] ভালোয় ভালোয় বেরোবে ত বেরোও—নইলে এই দেখ্ছ!

১ প্রতিবেশিনী। ঈঃ! একেবারে মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি!

যাদব। বেরোও।

২ প্রতিবেশিনী। মার্ব্বে নাকি?

যাদব। নিশুম্ভ বধ কর্ব্ব। [লাঠি ঘুরাইয়া] বে—রো—ও।

৩ প্রতিবেশিনী। কর্ না দেখি কত সাধ্য। [আঁচল ঘুরাইয়া পরিল]

যাদব। ও বাবা [পিছাইলেন]

৪ প্রতিবেশিনী। বেরো মিন্সে, বেরো বল্ছি—নইলে এই মুখ ছাড়্লাম।

যাদব। [সভয়ে] না, না—আমি যাচ্ছি।

৫ প্রতিবেশিনী। নইলে [বাহিরে যাইয়া একগাছি সম্মার্জ্জনী লইয়া পুনঃ প্রবেশ] এই খেংরা দেখ্ছিস্।

যাদব। ও বাবা! [পলায়ন; পশ্চাতে পশ্চাতে প্রতিবেশিনীগণ ধাবমানা হইয়া সকলে নিষ্ক্রান্ত]

যাদবের কন্যার পুনঃপ্রবেশ।

কন্যা। বাবা! বাবা! মা কাঁদ্‌ছে।

যাদবের পুনঃ প্রবেশ।

যাদব। কে কাঁদ্‌ছে?

কন্যা। মা।

যাদব। কেন?

কন্যা। তা কি জানি।

[নেপথ্যে ক্রন্দন] ওগো তুমি কোথায় গেলে গো—মুখের বাড়া ভাত ফেলে তুমি কোথা গেলে—ওগো তুমি কোথায় গেলে গো—

যাদব। আরে দুত্তর—স্ত্রী পর্য্যন্ত কাঁদ্‌তে সুরু করে' দিল। ওগো—আমি বেঁচে আছি। এই আমি যাচ্ছি—যাচ্ছি। চল, মা—

কন্যার প্রস্থান, পশ্চাতে যাদব গমনোদ্যত—

শ্যালক-সম্প্রদায়ের প্রবেশ।

সঙ্গে সিন্ধুক, পেটরা, বাক্স ইত্যাদি।

১ শ্যালক। নিয়ে চল। নিয়ে চল।

যাদব। একি আবার!

২ শ্যালক। ওহে কুলী ডাক।

৩ শ্যালক। কুলী! কুলী! [নিষ্ক্রান্ত]

যাদব। কুলী কেন? জিনিষ পত্তর সব বাইরে টেনে এনে ফেল্‌চো কেন?

২ শ্যালক। নিয়ে যাবো!

যাদব। কোথায়?

১ শ্যালক। কোথায় আবার? আমাদের বাড়ী!—

যাদব। কি রকম! আমার জিনিষ পত্তর তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবে কি রকম?

২ শ্যালক। আপনার জিনিষ!

যাদব। আজ্ঞে।

১ শ্যালক। [ব্যঙ্গস্বরে] আজ্ঞে;—এই যে কুলী এসেছে।

তিন চারজন কুলীসহ তৃতীয় শ্যালকের পুনঃ প্রবেশ।

২ শ্যালক। ওঠাও আগে এই লোহার সিন্দুকটা। [কুলীগণ লোহার সিন্ধুক উঠাইতে ব্যস্ত]

যাদব। খবর্দ্দার—[অগ্রসর হইলেন]

শ্যালক। চোপ্‌রও [প্রহারোদ্যত]

যাদব। অশ্বিনী! অশ্বিনী! [নিষ্ক্রান্ত]

শ্যালকবর্গ পরস্পরের প্রতি চাহিয়া ইঙ্গিত করিয়া ক্রমাগত মুখে হাত দিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

১ শ্যালক। ঐ অশ্বিনীকে নিয়ে আবার আস্‌ছে।

২ শ্যালক। এই ওঠাও—

৩ শ্যালক। শিগ্‌গির, শিগ্‌গির।

অশ্বিনীর সহিত যাদবের পুনঃ প্রবেশ।

যাদব। অশ্বিনী, দেখ ত, দেখ ত, অত্যাচারটা দেখ ত—

অশ্বিনী। মহাশয়, আপনারা বাড়ীর জিনিষ পত্তর সব টেনে নিয়ে যাচ্ছেন যে?

১ শ্যালক। কেন যাবোনা? এসব এখন আমাদের বোনের।

২ শ্যালক। তিনি আমাদের তত্ত্বাবধানে বাস কর্ত্তে যাচ্ছেন।

৩ শ্যালক। কারণ যাদব চক্রবর্ত্তী মারা গিয়েছেন।

যাদব। দেখ ত অত্যাচার! আমি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই এই অত্যাচার! এদিকে আমার স্ত্রী যায়, ওদিকে আমার যা কিছু—[ক্রন্দন]

অশ্বিনী। মহাশয়গণ! এই যাদব বাবুর পরিবার এখন আমার পরিবার। যেহেতু আমার সম্প্রতি পত্নী-বিয়োগ এবং আপনাদের ভগ্নীর পতি-বিয়োগ।

যাদব। তাতে প্রমাণ হয় যে আমার পরিবার তোমার পরিবার?

অশ্বিনী। অন্ততঃ তা প্রমাণ করা শক্ত নয়। মহাশয়েরা আপাততঃ বাড়ী যান। লোহার সিন্ধুকের ভার আমি নিচ্ছি।

শ্যালকগণ। সে কি মহাশয়!

অশ্বিনী। বেশী চালাকি কর্ব্বেন না। আমি উকীল—যান বল্‌ছি।

শ্যালকবর্গ। যদি না যাই?

অশ্বিনী। আইনের তর্কে আপনাদের উড়িয়ে দেব। সাক্ষী দিয়ে ভস্ম করে' দেব।

শ্যালকগণ। ও বাবা! চল, চল। [প্রস্থান]

অশ্বিনী। আপনিও এখন যান। এ বাড়ী এখন আমার। যাদব চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হ'য়েছে।

যাদব। আমি কিন্তু মরিনি।

অশ্বিনী। প্রমাণসাপেক্ষ। সাক্ষী আছে?

যাদব। কেন, স্ত্রী সাক্ষী দেবেন।

অশ্বিনী। বেশ! আপনার স্ত্রীকে ডাকুন।

যাদব। ওগো—বলি ও বাড়ীর মধ্যে! তুমি একবার এদিকে এসো। আর লজ্জা করে' কি হবে! আমি ধনে প্রাণে মারা যেতে ব'সেছি। বাইরে এসো।

গাহিতে গাহিতে সৌদামিনীর প্রবেশ।

ওহে প্রাণনাথ পতি তুমি কোথায় গেলে গো।
এ ভব সংসার মাঝে আমায় একা ফেলে গো।
রাস্তা ভারি এঁকাবেঁকা, কেমনে চলিব একা,
প্রাণপতি দেও হে দেখা (পায়ে) দিওনাক ঠেলে গো॥

যাদব। না, না, দেবো না, পায়ে ঠেলে দেবোনা।—আহা সতী সাধ্বী!

সৌদামিনীর গীত চলিল—

রেঁধেছি ইলিশ মৎস্য, খিচুড়ি, ও ছাগ-বৎস,
একা আমারই খেতে হবে (ওগো) তুমি নাহি খেলে গো॥

যাদব। রেঁধেছ! রেঁধেছ! আহা সতী লক্ষ্মী!—সতী লক্ষ্মী! না, না, আমিও খাব, আমিও খাব।

সৌদামিনীর গীত চলিল—

পাকা কলপ দিয়ে মাথে, কে হাঁস্‌বে আর বাঁধা দাঁতে,
পরে' মিহি কালাপেড়ে যেন কচি ছেলে গো॥

যাদব। এই যে আমি হাঁসস্‌বো আমি হাঁস্‌বো। এই যে হাঁস্‌ছি [দাঁত বাহির করিলেন]

সৌদামিনীর গীত চলিল—

হাত দুই খানি ধরি', কে ডাকিবে 'প্রাণেশ্বরি'
আহা, উহু, ওহো মরি—তুমি নাহি এলে গো।

যাদব। এই যে আমি এইছি। এই যে তোমার হাত ধ'রে ডাকৃছি—"প্রাণেশ্বরি!" [সৌদামিনীর হস্ত ধারণ]

সৌদামিনী। ও বাবা! এ কে আবার!

যাদব। আমি তোমার স্বামী, তোমার বল্লভ, তোমার নাথ—তোমার প্রাণেশ্বর, তোমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব—যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। চেয়ে দেখ, একবার চেয়ে দেখ।

সৌদামিনী। [অবগুণ্ঠন খুলিয়া দেখিয়া] ওরে বাবারে—মা—রে গিয়েছি [মূর্চ্ছিতভাবে পতন]

যাদব। এ্যাঁ! এ কি রকম!

অশ্বিনী। কে তুমি হে অভদ্র! ভদ্রলোকের পরিবারের গায়ে হাত দাও।

যাদব। উনি আমার পরিবার।

অশ্বিনী। তোমার!

যাদব। আজ্ঞে!

অশ্বিনী। তুমি ভদ্রলোক?

যাদব। উনি আমার পরিবার।

সৌদামিনী উঠিলেন।

যাদব। এই যে জ্ঞান হ'য়েছে।

সৌদামিনী। আমি পতিবিহনে বাঁচ্‌বো না।

অশ্বিনী। সতী লক্ষ্মী!

সৌদামিনী। আমি অবলা সরলা বিহ্বলা বালা—

অশ্বিনী। আহা হা হা!

সৌদামিনী। অকূল বাত্যাকুল প্রতিকূল সমুদ্রে কেমন করে কূল রাখি?

অশ্বিনী। আহা! কেমন করে' রাখে!

সৌদামিনী। আমি বিরহিণী কামিনী একাকিনী থাকৃতে পার্ব্বনা।

অশ্বিনী। দরকার কি? মোহিনী মায়াবিনী! তোমার অশ্বিনী নন্দন বেঁচে থাকৃতে তোমার কোন ভাবনা নেই।

যাদব। অশ্বিনী! তোমার এই কাজ!

সৌদামিনী। আমার সম্প্রতি পতিবিয়োগে—

অশ্বিনী। আমারও স্ত্রীবিয়োগে—

সৌদামিনী। মনের অবস্থা—

অশ্বিনী। অত্যন্ত—

যাদব। খারাপ! তা ত বুঝেছি কিন্তু তাই বলে'—

অশ্বিনী। যাও, এখন তুমি ভিতরে যাও! আমি বিবাহের আয়োজন করিগে যাই।

[সৌদামিনীর প্রস্থান]

যাদব। কি রকম! বিয়ে আর শ্রাদ্ধ এক সঙ্গেই! তাই বা কৈ। শ্রাদ্ধ কর্ত্তেই বা তর সৈল কৈ। হা জগদীশ! [বসিয়া পড়িলেন।]

অশ্বিনী। লাঠিগাছটা? এই যে [যষ্টি গ্রহণ]

যাদব। লাঠি কেন?

অশ্বিনী। স্ত্রী বশ কর্ব্বার আয়োজনটা আগে থেকেই ঠিক করে' রাখি। ৫০০০ টাকার গহনা। দশ হাজার টাকা ত যাদবের স্ত্রীরই আছে। তাতে যদি—[ঘাড় নাড়িলেন] তা—একরকম হবে।

যাদব। অশ্বিনী! দেখ তুমি আমার ভগ্নীপতি—উকিল—তুমি—এত নীচ হবে না, যে আমি বেঁচে থাক্‌তেই আমার স্ত্রীকে বিবাহ কর্ব্বে।

অশ্বিনী। নীচ কি রকম! বিধবাবিবাহে আমার কোনই আপত্তি নাই।

যাদব। কিন্তু উনি আমার স্ত্রী।

অশ্বিনী। উনি নিজেই স্বীকার করেন না। তা কি হবে।

যাদব। দয়াময় [কাঁদিতে লাগিলেন]

অশ্বিনী। দেখুন মহাশয়, আপনাকে দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে। হয়ত আপনি যাদব চক্রবর্ত্তী। কিন্তু প্রমাণাভাব। আইনে আপনি টিক্‌ছেন না। কি কর্ব্ব বলুন। [প্রস্থান]

যাদব। তাইত। স্ত্রী চিন্‌লে না! অথবা আমি সত্যই মরেছি। দেখি। আমি মরেছি কি বেঁচে আছি এই হ'চ্ছে সমস্যা। আমি উর্ম্মিসন্তাড়িত হ'য়ে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সংসারসমুদ্রে আন্দোলিত হ'চ্ছি? না ঘুষি খেল্‌ছি? আমি শার্দ্দূল-সিংহ-বরাহ-ব্যালসঙ্কুল অরণ্যের সূচিভেদ্য অন্ধকারে কাঁদ্‌ছি? না গান গাচ্ছি? দেখি চিম্‌টি কেটে। [আপনাকে চিম্‌টি কাটিয়া] লাগে ত! আচ্ছা দেখি মাথাটা ঘুরিয়ে [মাথায় হাত দিয়া ঘুরাইয়া] কৈ কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্চ্ছিনে!—না, এ বাঁচাও না, মরাও না। এ বাঁচা ও মরার একটা খিচুড়ি!

কি ভয়ানক! এ রকম অবস্থা যে শেষে আমার হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি—এরা করা? তাইত! এরা আমার জ্ঞাতি কুটুম্ব! লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি কি করে! [লুক্কায়িতভাবে অবস্থিতি]

বাদ্যাদিসহ যাদবের জ্ঞাতিকুটুম্বের প্রবেশ।

১ম ব্যক্তি। এখানেই বোস! [উপবেশন]

২য় ব্যক্তি। হাঁ—আজ একটু প্রাণ ভরে' স্ফূর্ত্তি করা যাক্। [উপবেশন]

৩য় ব্যক্তি। [উপবেশন] বুড়ো এতদিন পরে ম'রেছে।

৪র্থ ব্যক্তি। হাড় জুড়িয়েছে। [উপবেশন]

৫ম ব্যক্তি। এক পয়সা কাউকে দেয়নি। [উপবেশন]

১ম ব্যক্তি। কঞ্জুষের সর্দ্দার!

৩য় ব্যক্তি। বুড়ো মর্ব্বেনা বলে' ঠিক করে' ব'সেছিল!

২য় ব্যক্তি। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে যাদব চক্রবর্ত্তীও মরে!

৪র্থ ব্যক্তি। বেশ ব'লেছো—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

৫ম ব্যক্তি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

যাদব। এরা বেশ খুসী আছে দেখা যাচ্ছে।

১ম ব্যক্তি। মাটি কামড়ে' প'ড়েছিল।

যাদব। অন্যায় হ'য়েছিল।

২য় ব্যক্তি। আপদ গিয়েছে।

যাদব। বাধিত হ'লাম।

৩য় ব্যক্তি। উইলে আমাদের জন্য নিশ্চয়ই কিছু রেখে গিয়েছে।

যাদব। [বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়িল] এক পয়সাও নয়—

৪র্থ ব্যক্তি। তা গিয়েছে! জ্ঞাতি ত!

যাদব। বয়ে' গেল।

৫ম ব্যক্তি। কাউকে ত দিয়ে যেতেই হবে।

যাদব। দেবো না।

১ম ব্যক্তি। সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পার্ব্বে না ত।

যাদব। না পারি লোহার সিন্দুকের চাবিটা ত নিয়ে যাচ্ছি।

২য় ব্যক্তি। পরকালে গিয়ে মাথা কুট্‌বে।

যাদব। এখনই কুট্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে।

৩য় ব্যক্তি। নিজে না খেয়ে দেয়ে—দেখ্‌ত!

যাদব। আর হ'চ্ছে না। এবার দিনে নেংড়া আঁব আর রাতে বোম্বাই পুডিং!

৪র্থ ব্যক্তি। ওঃ তার ছেলে দুটো কি টাকাটাই ওড়াবে।

যাদব। রেখে গেলে ত!

৫ম ব্যক্তি। ধর, গান ধর।

যাদব। ধর!—শোনা যাক্‌!

সকলের গীত।

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত।
জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জান্ত।
ভোরটি হ'লেই ঘুমটি নষ্ট, তার পরেতে যে সব কষ্ট,
বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত।
স্নানাদির পর নিত্য নিত্য, ক্ষুধায় জ্বলে' যায় পিত্ত,
খেতে বস্‌লে চর্ব্বণ কর্ত্তে কর্ত্তে পরিশ্রান্ত।

যদিই বা খাই যথাসাধ্য, খেলেই যায় ফুরায়ে খাদ্য,
পান্ত আন্তে লবণ ফুরায়—লবণ আন্তে পান্ত।
দিনে গা গড়াবা মাত্র, বসে মাছি সর্ব্বগাত্র,
রাত্রে মশার ব্যবহারও অভদ্র নিতান্ত।
তদুপরি ভার্য্যার অর্দ্ধ-রজনীতে গহনার ফর্দ্দ,
নাসিকাডাকা পর্য্যন্ত নাহি হন ক্ষান্ত।
কিনিলেই কোন দ্রব্য, দাম চাহে যত অসভ্য,
রাস্তা যুড়ে বসে' আছে পাওনাদার দুর্দ্দান্ত।
বিয়ে কর্লেই পুত্র কন্যা, আসে যেন প্রবল বন্যা,
পড়াতে ও বিয়ে দিতে হই সর্ব্বস্বান্ত।

যাদবের পুত্রদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম পুত্র। বিষয় অর্দ্ধেক আমার।

২য় পুত্র। এক পয়সাও তোমার নয়। 'বাবা উইল করে' সব আমার নামে রেখে গিয়েছেন।

যাদব। গিইছি নাকি! কৈ আমি ত জানি না।

১ম পুত্র। জাল উইল—আমি প্রমাণ কর্ব্ব জাল উইল!

২য় পুত্র। কভি নেই।

১ম পুত্র। আলবৎ।

২য় পুত্র। আমি চক্রবর্ত্তী সাহেবকে ব্যারিষ্টার দেবো।

১ম পুত্র। আমি চৌধুরী সাহেবকে দেবো।

২য় পুত্র। আমি দশ হাজার টাকা খরচ কর্ব্ব।

১ম পুত্র। আমি পনেরো হাজার টাকা খরচা কর্ব্ব।

২য় পুত্র। জোচ্চোর!

১ম পুত্র। ধাপ্পাবাজ!

২য় পুত্র। নেংটে ইন্দুর—

১ম পুত্র। তেলাপোকা।

২য় পুত্র। আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও।

১ম পুত্র। তোমার বাড়ী!—তোমার বাবার বাড়ী।

২য় পুত্র। নিকালো—

১ম পুত্র। চোপ্‌রাও—

১ম জ্ঞাতি। ওহে ঝগড়া কচ্ছ কেন! আজ আমোদ কর। এমন আনন্দের দিন, তোমার বাবা ম'রেছে।

৩য় জ্ঞাতি। হাঁ, পেট ভরে' খাও।

৪র্থ জ্ঞাতি। প্রাণ ভরে স্ফূর্ত্তি কর।

৫ম জ্ঞাতি। নাচো।

২য় জ্ঞাতি। গাও।

১ম জ্ঞাতি। আমি একটা গান বেঁধেছি।

২য় জ্ঞাতি। হাঁ, গাও ত সেই গানটা—

৩য় জ্ঞাতি। কোন্‌টা?

৪র্থ জ্ঞাতি। ঐ যে! যেটা তৈরী ক'রেছে বেচু। 'বুড়ো ম'রেছে।'—গাও।

যাদব। এর মধ্যে গান তৈরী হ'য়ে গিয়েছে। বলিহারি! শোনা যাক্ গানটা।

সকলের গীত (কীর্ত্তন)

বুড়ো ম'রেছে বুড়ো ম'রেছে
বুড়ো ম'রেছে ম'রেছে ম'রেছে।

যাদব। না আর সহ্য হয় না।

সকলের গীত—

বুড়ো ম'রেছে ম'রেছে ম'রেছে।

যাদব যষ্টি হস্তে গাইতে গাইতে অগ্রসর হইয়া

বুড়ো মরেনি বুড়ো মরেনি
কৈ এখনও ত বুড়ো মরেনি—

১ম পুত্র। এঁ্যা এঁ্যা! এ কে?

২য় পুত্র। তাইত—এ কে?

যাদব। যুবকদ্বয়! তোমরা যত পারো আশ্চর্য্য হও। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে বুড়ো মরেনি—সে তোমাদের সম্মুখে এই সশরীরে বর্ত্তমান।

১ম পুত্র। কি রকম!

২য় পুত্র। এঁ্যা! তাইত! [উভয়ের পলায়ন]

জ্ঞাতিবর্গ। কে তুমি হে—আসরটা ভেঙ্গে দিলে? বেরোও। কে তুমি?

যাদব। আমি ঐ যুবকদ্বয়ের বাবা।

জ্ঞাতিবর্গ। "বাবা"! হ'তেই পারে না। বিশ্বাস করি না। প্রমাণ কর যে তুমি বাবা।

যাদব। সবই প্রমাণ কর্ত্তে হবে!—জ্ঞাতিবর্গ! শুনুন—কোন বেটাই প্রমাণ কর্ত্তে পারে না যে সে বাবা। তবে ওটা বিশ্বাস করে' ধরে নিতে হয়।

জ্ঞাতিবর্গ। না, আমরা বিশ্বাস করি না। বেরিয়ে যাও।

যাদব। কোথায় যাবো?

জ্ঞাতিবর্গ। তা আমরা কি জানি? আমরা তা জানি না।

যাদব। ছেলে দুটো চিনেছে। শুধু মুখে স্বীকার কর্ব্বে না।— হা রে ছেলে! আমরা নিজে না খেয়ে আর দশজনকে বঞ্চিত করে' টাকা রেখে যাই তোদের ওড়াবার জন্য? কৃপণ কে কোথায় আছো! দেখে শেখ, কারণ ঠেকে শিখ্‌বার অবকাশ পাবে না।

১ম ব্যক্তি। কি চাঁদ! ভাব্‌ছো কি? খাবে একটু?—নাও।
[মদ্য প্রদান]

যাদব। [কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া] দুত্তর হোক্—দাও [মদ্যগ্রহণ ও পান]

২য় ব্যক্তি। গাইতে জানো?

যাদব। আমি যাদব চক্রবর্ত্তী।

৩য় ব্যক্তি। কে অস্বীকার কচ্ছে!

যাদব। কিন্তু—

৪র্থ ব্যক্তি। এর মধ্যে কিন্তু টিন্তু নেই বাবা—সব এবং।—আর একটু খাও।

যাদব। [পান] আমি কিন্তু যাদব—

৫ম ব্যক্তি। চক্রবর্ত্তী!—বেঁচে থাকো বাবা।

১ম ব্যক্তি। নাও নাও, একটা গান ধর।

বাইজির প্রবেশ।

১ম ব্যক্তি। এই যে বাইজি এসেছে [সুর করিয়া] "এসো এসো বঁধু এসো"।

২য় ব্যক্তি। [সুরে] "আধ আঁচরে বোস"

৩য় ব্যক্তি। [সুরে] "নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি"

৪র্থ ব্যক্তি। হোল না [অন্য সুরে] "নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি"।

৫ ব্যক্তি। শেষে কীর্ত্তনের টান কৈ—"দেখি—ই—ই—ই"

যাদব। সকলেই ওস্তাদ !

১ম ব্যক্তি। দেখ্‌ছো কি !

২য় ব্যক্তি। বাইজিকে গাইতে দাও।

৩ ব্যক্তি। আগে আমি গাইব—"নয়ন ভরিয়ে"—

৪র্থ ব্যক্তি। চুপ্ [সুরে] "নয়ন ভরিয়ে"—

৫ম ব্যক্তি। গাও, বাইজি—

বাইজির গীত।

আরে আরে সেঁইয়া ইস্‌মে কেয়া কাম্।
ইসি জাড়ামে মুঝ্‌কো কুছ্ দেনা ইনাম্ ;
হাতমে দে চুড়ি আওর কাণমে দে দুল,
গলামে হাস্‌লি আওর নাক্‌মে দে ফুল,
মেরি জান হো যায়গি বড়ি মসগুল,
বড়ি পিয়ার তুমকো করেঙ্গী হাম্।

ক্রমে সকলের নৃত্য। সঙ্গে সঙ্গে যাদবের নৃত্য ও পতন।

সকলে। কি বাপ্, প'ড়্‌লে !

যাদব। আ—মি—যাদব—চক্কর্‌বর্‌তি—না, তা—ত নই ; তবে—আমি কে ?—কে ভাই যাদব এলি !—

অশ্বিনী দারোগা এবং জমাদার ও দু'জন কনষ্টেবল সাজিয়া জ্যোতিষ, নন্দ, জীবন ও জলধরের প্রবেশ।

অশ্বিনী। এলাম বৈকি, দাদা—

জ্ঞাতি কুটুম্ব। ও বাবা পুলিশ— পালা—পালা। [পলায়ন]

অশ্বিনী। এই জাল যাদব সেজে এসেছে—দেনদার ঠকাতে।

দারোগা। এই টোম্—টোম্ বোল্‌টা হায় যে তোম্ যাদব চক্কট্টি হায়!

যাদব। আজ্ঞে, জমাদার সাহেব।

দারোগা। পাক্‌ড়ো—

কনষ্টেবলগণ বাঁধিল।

যাদব। আজ্ঞে আমি—

দারোগা। যাদব চক্কট্টি হায়?

যাদব। কোন পুরুষে নই বাবা!

দারোগা। টভ্ ওর মত কর্‌কে সাজকে আয়া কাহে?

যাদব। আজ্ঞে—

দারোগা। ঝুট্—সচ্ বোলো।

যাদব। দারোগা সাহেব! আমি বল্‌বার আগেই সেটা ঝুট্ হোলো কেমন করে'?

দারোগা। ও হাম্ জান্‌টা হায়।

যাদব। দারোগা সাহেব! আপনারা সর্ব্বশক্তিমান্ তা জান্তাম, কিন্তু তার উপর যে সর্ব্বজ্ঞ তা জান্তাম না।

দারোগা। সচ্ কহো [রুলের গুতা দিলেন]

যাদব। আজ্ঞে, সেই মতলবই ছিল, কিন্তু গুতার চোটে যা সত্য কথা সেটা ক্রমে ভুলে যাচ্ছি। এখন আমি কি বল্লে আপনি খুসি হন?

দারোগা। যে টোম্ যাদব চক্রবর্ত্তী নেই হায়। [রুল দেখাইলেন]

যাদব। কভি নেই। মেরোনা, বাবা!

দারোগা। তব্ তোম্ কোন্ হায়?

যাদব। মাধব চক্রবর্ত্তী—

দারোগা। ও কোন্ হায়—

যাদব। যাদবের ছোট ভাই মাধব।

দারোগা। তবে যাদব চক্রবর্ত্তীর মত চেহারা কর্‌কে কাহে আয়া?

যাদব। আজ্ঞে—[চিন্তা]

দারোগা। সচ্ বোলো [রুলের গুতা] ওর মত চেহারা কর্‌কে—

যাদব। আজ্ঞে, যমজ।

দারোগা। চোপ্ রও—

যাদব। এই চুপ কর্চ্ছি।

দারোগা। আর কথন কহেগা যে টোম্ যাদব চক্কট্টি হায়—

যাদব। কভি নেই—

দারোগা। ইয়ে কোন্ হায়?

যাদব। আগে ছিলেন আমার—অর্থাৎ যাদবের ভগ্নীর স্বামী; এখন তাঁর বিধবার স্বামী!

দারোগা। আভি ঠিক বোল্‌তা হায়।

যাদব। আজ্ঞে, আমি মিথ্যা কথা কদাচ কই।

দারোগা। নাক্‌মে খৎ দেও।

যাদব। কেন জমাদার সাহেব?

দারোগা। চোপ্‌রও।—খৎ দেও।

যাদব। এই দিচ্ছি। [নাকে খৎ]

দারোগা। বোলো—হাম্‌ কোন পুরুষমে যাদব চক্রবর্ত্তী নেহি হায়।

যাদব। কোন পুরুষে নই। যদি কখন ছিলাম সে মান্ধাতার আমলে—

অশ্বিনী। Barred by limitation.

দারোগা। আচ্ছা, ছোড়্‌ দেও।

অশ্বিনী। চলুন—জলযোগ করিগে।

যাদব। আর ভূতপূর্ব্ব আমার বিধবার সঙ্গে দারোগা বাবুর আলাপটাও করিয়ে দিও।

দারোগা। চোপ্‌রও!

যাদব। [সভয়ে] আজ্ঞে!

যাদব ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

যাদব। যাক্‌। শেষে রুলের তিন গুতায় প্রমাণ হ'য়ে গেল যে আমি যাদব চক্রবর্ত্তী নই। গুতার চোটে বাবা বলায়—এ ত তুচ্ছ কথা। না—আমি ম'রেছিলাম, এ মিথ্যা কথা নয়। ম'রেছিলাম। এ আমার পুনর্জ্জন্ম! আজ নূতন বিশ্বাস নিয়ে আবার বেঁচে উঠেছি। মৃত্যুর পরে যা যা ঘ'টবে আজ চক্ষের সম্মুখে তার অভিনয় দেখলাম। গরীব দুঃখীকে আর নিজেকে বঞ্চিত ক'রে—না খেয়ে দেয়ে পরের ওড়াবার জন্য টাকা রেখে যাচ্ছি। না—আর না! এবার যদি আমার অস্তিত্ব প্রমাণ কর্ত্তে পারি ত, গরীব দুঃখীকে খেতে দেবো, আর নিজে পেট ভরে' খাবো। হেসে নাও—এ দুদিন বৈত নয়।

আর প্রমাণ না কর্ত্তে পারি ত বনে যাবো—আর তপস্যা কর্ব্ব, যেন আর পুনর্জন্ম না হয়।

[অশ্বিনী ও সৌদামিনীর প্রবেশ।]

সৌদামিনীর গীত।

তাই তারে নয়নে নয়নে রাখি।
গা ঢাকা হন অমনই বঁধু—একটু যদি ফিরাই আঁখি।
একটু যদি ফিরে তাকাই, একটু যদি ঘাড়টি বাঁকাই,
অমনি ওড়েন উধাও হ'য়ে আমার প্রাণ পিঞ্জরের পাখী।
না জানি যে 'মন্তর' দিয়ে আমার বঁধুর ঘাড়ে চড়েন;
কখন্ বা অঞ্চলের নিধি অঞ্চল হ'তে খসে' পড়েন;
তাই যদি তাঁর হেলায় ফেলায় আস্‌তে দেরি রাত্রি বেলায়,
বকে' ঝকে' কেঁদে কেটে 'কুরুক্ষেত্র' করে' থাকি।

সৌদামিনী। কি ভাবছো?

যাদব। এই যে! [করজোড়ে অশ্বিনীকে] মহাশয়, প্রণাম! [প্রণাম। পরে করজোড়ে সৌদামিনীকে প্রণাম] কি আজ্ঞা হয়?

অশ্বিনী। যাদব বাবু!

যাদব। কে যাদব বাবু?

অশ্বিনী। তুমি!

যাদব। কে বল্লে? তোমরা দশজনে মিলে এক্ষণেই প্রমাণ করে' দিলে যে আমি যাদব চক্রবর্ত্তী নই; এখন আমি যাদব? না আমি যাদব নই।

সৌদামিনী। আহা চটো'কেন! তুমি আমার প্রাণেশ্বর।

যাদব। কিসে? এখনই প্রমাণ হয়ে' গেল। কোষ্ঠী, ডাক্তারের সার্টিফিকেট, খবরের কাগজ, সাক্ষী—আর—প্রমাণের সেরা প্রমাণ কুলের গুতো। এর পরেও—আমি তোমার প্রাণেশ্বর! আমি কে?—আমি নেই।

সৌদামিনী। না, তুমি আছো।

যাদব। শুনে সুখী হ'লাম।

সৌদামিনী। আহা রাগ কর কেন?

যাদব। আমার অভিমান হ'য়েছে। আমি রেগেছি। আমায় বিরক্ত কোরোনা। আমি বনে যাবো।

সৌদামিনী। আমিও যাবো।

যাদব। আমি তপস্বী হব।

সৌদামিনী। আমি তপস্বিনী হব।

যাদব। আর তপস্যা কর্ব্ব, যেন পুনর্জন্মে আমায় আর বিয়ে না কর্ত্তে হয়। আর যদিই বা বিয়ে করি যেন তোমাকে ঘাড়ে না কর্ত্তে হয়।

সৌদামিনী। আমি যেন তোমারই ঘাড়ে পড়ি।

যাদব। না তুমি আমায় ভালো বাসোনা।

সৌদামিনী। ভালো বাসি—

অশ্বিনী ঘাড় নাড়িলেন।

যাদব। ঘাড় নাড়্‌ছো যে! আর একটা মতলব আঁট্‌ছো নাকি? এদিকে চাইছ কি! এ আমার স্ত্রী [কর ধারণ]।

অশ্বিনী। তোমার তাই বিশ্বাস?

যাদব। বিশ্বাস! এখন কি প্রমাণ কর্ত্তে চাও নাকি যে আমার স্ত্রীও নেই। কোষ্ঠী বের কর— সার্টিফিকেট যোগাড় কর, কাগজে লেখ।

অশ্বিনী। আচ্ছা, স্ত্রী তোমায় দিলাম।

যাদব। অনুগ্রহ!

অশ্বিনী। সে যাহোক! এখন যাদব বাবু—কিছু শিক্ষা হোল।

যাদব। অনেক।—এ আমার পুনর্জ্জন্ম।

গীত।

ওরে সিন্ধুক ভরা টাকা—
মিছে বন্ধ করে রাখা।
যদি, লাগ্‌ল না কার উপকারে, এলোনাক ব্যবহারে,
সে টাকা ত ধনীর ঘাড়ে শুধুই মুটের ঝাঁকা।
যে টাকার জন্য মচ্ছ ভেবে
বারভূতে উড়িয়ে দেবে,
তোমার ভাগ্যে রৈল শুধুই উপোষ করে' থাকা।
ওরে টাকার উচিত ব্যবহারে
রীতিমত আয়ু বাড়ে,
এই কথাটি একেবারে বলে' গেলাম পাকা।

যবনিকা পতন।